সংবাদ

তারিখ ...24 AUG 2015...
পৃষ্ঠা ...৬... কলাম ...৮...

পাথরঘাটা শিক্ষাকর্তার অনিয়ম দুর্নীতিতে অতিষ্ঠ শিক্ষকরা

প্রতিনিধি,পাথরঘাটা (বরগুনা)

পাথরঘাটা উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার মো. কামরুজ্জামানের অনিয়ম দুর্নীতি ও,সেচ্ছাচারিতায় অতিষ্ঠ হয়ে পড়ছেন গোটা উপজেলার প্রাথমিক শিক্ষক সমাজ। জানাগেছে বিভিন্ন অপরাধের কারনে একাধিক বিভাগীয় মামলা মাথায় নিয়ে বরিশাল উজিরপুর থেকে বদলি হয়ে চলতি বছরে ১৬ জানুয়ারি পাথরঘাটায় উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা পদে যোগদান করেন মো. কামরুজ্জামান।তিনি পাথরঘাটায় যোগদান করেই শিক্ষকদের বিভিন্ন ভাবে ফাঁদে ফেলে হাতিয়ে নিচ্ছে লাখ লাখ টাকা।বর্তমানে তার এই ঘুষ বানিজ্যে অতিষ্ঠ হয়ে পড়ছেন পাথরঘাটা উপজেলার গোটা শিক্ষক সমাজ। ভুক্তভুগী একাধিক শিক্ষক জানান,শিক্ষা কর্মকর্তা শিক্ষা মেলা না-করে ৩০হাজার ৭শ টাকা আত্মসাৎ করেন। এছাড়াও স্যানিটারী মেরামত বাবদ ৪২০টি বিদ্যালয় থেকে ২হাজার টাকা করে ৪০হাজর টাকা উৎকোচ আদায়,ক্ষুদ্র মেরামত বাবদ ১৮টি বিদ্যালয় থেকে ৩৫শ টাকা করে মোট ৬৩হাজার টাকা উৎকোচ গ্রহণ,স্লীপ, প্রোগ্রামের আওতায় ১৪২টি বিদ্যালয় থেকে ৩হাজার টাকা করে মোট ৪লাখ ২৬হাজার টাকা উৎকোচ গ্রহণ করেন শিক্ষা কর্মকর্তা কামরুজ্জামান। এছাড়াও শিক্ষকদের কাছ থেকে মোটা অংকের উৎকোচ নিয়ে পছন্দের বিদ্যালয়ে (বদলি /ডেপুটেশন) প্রদান, শিক্ষকদের ভ্রমন ভাতা আত্মসাৎ,শিক্ষা উপকরণ ক্রয়ের নামে প্রতি বিদ্যালয় থেকে ২০হাজার টাকা করে ২লাখ ২০হাজার টাকা ঘুষ গ্রহণ করেন শিক্ষা কর্মকর্তা কামরুজ্জামান। তার দূর্নীতির ব্যপারে কেউ মুখ খুললে তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলাসহ বিভিন্ন হয়রানীমুলক বদলি করেন। শিক্ষা কর্মকর্তা কামরুজ্জামানের ২০০৫সালে চাকরী হয়। ১০বছর চাকুরী জীবনে দুর্নীতির কারনে অন্তঃত ২০ জায়গায় তার বদলী হয় কামরুজ্জামানের বিরুদ্ধে বরিশালের উজিরপুর কর্মরত থাকাকালিন এবং নড়াইল জেলা সদরে কর্মরত থাকাকালিনসহ বিভিন্ন সময়ে অন্তঃত ৪টি বিভাগীয় মামলা হয়েছে। এব্যপারে পাথরঘাটা সদর মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি ডেপুটি কমান্ডার এমএ খালেক,শিংরা বুনিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক গোলাম ফারুক,পশ্চিম চরলাঠিমারা নব সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. শহিদুর রহমান, পদ্মা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি আবুল কালাম আজাদ, উত্তর মানিকখালি নব সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. হারুন অর রশিদ,একই বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি মো. জলিলুর রহমান,রুপধন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সভাপতি সাইফুজ্জামান হিরুসহ নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক অন্তঃত শতাধিক শিক্ষক বলেন বর্তমান শিক্ষা অফিসার কামরুজ্জামানের মতো দূর্নীতিবাজ শিক্ষা অফিসার কোনো দিন তারা তাদের জীবনে দেখেননি। এই শিক্ষা অফিসার গোটা শিক্ষার জন্য কলংক। তারা আরও বলেন,কামরুজ্জামানের বিরুদ্ধে ইতিপূর্বে মহা-পরিচালক প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর বরাবরে লিখিত আবেদন করা হয়েছে। কামরুজ্জামান বলেন প্রাথমিক ও গণ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব আমার আত্মীয় তাই আমাকে কিছু করার মতো কারো ক্ষমতা নাই। আমার হাত অনেক লম্বা। উত্তর মানিকখালি নব সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. হারুন অর রশিদ,একই বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি মো. জলিলুর রহমান বলেন, আমাদের বিদ্যালয় ৫ম পদে নিয়োগের ব্যপাওে শিক্ষা কামরুজ্জামান ১লাখ টাকা ঘুষ দাবী করেন। তাকে ১লাখ টাকা ঘুষ না দিলে ৫ম পদের নিয়োগ অবৈধ বলে বিভিন্ন যায়গায় তিনি রিপোর্ট করবেন। এব্যপারে উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার কামরুজ্জামানের কাছে জানতে চাইলে তিনি সকল অভিযোগ অস্বীকার করেন।